[২০১৮] ৩ এস সি আর ৬৮

বি. এন. ফিরজ

বনাম

কেরালা রাজ্য এবং অন্যরা

(২০০৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৭৯)

২৭শে মার্চ, ২০১৮

[রঞ্জন গগোই এবং মোহন এম. শান্তনগৌদর, বিচারপতিদ্বয়]

তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০-এর ধারা ৭০ (১)-সংরক্ষিত ব্যবস্থা-২৭শে ডিসেম্বর, ২০০২-এর ধারা ৭০ (১)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা-প্রজ্ঞাপনের তফসিলে নির্দিষ্ট কম্পিউটার, কম্পিউটার ব্যবস্থা এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে "সুরক্ষিত ব্যবস্থা" হিসাবে ঘোষণা করা-আবেদনকারীর দ্বারা এই ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা যে, ই-গভর্নেন্স প্রোগ্রামের কপিরাইট তাদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে-আবেদনকারীর অধীনে সরকারের হাতে ন্যস্ত- আরটি ১৯৫৭ আইনের ১৭ এবং বিজ্ঞপ্তি উক্ত অধিকারের লঙ্ঘন ছিল-রাষ্ট্রের মামলা যে আপিলকারী মাইক্রোসফ্টের জন্য সফ্টওয়্যারটি তৈরি করেছিলেন যা ৪ "উত্তরদাতা-সরকারী সংস্থার মাধ্যমে রাজ্যকে বিনামূল্যে উপলব্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিল-উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে যে সফ্টওয়্যারটিতে বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার সরকারের উপর ন্যস্ত যাতে এটি একটি সুরক্ষিত ব্যবস্থা হিসাবে ঘোষণা করার অধিকারী হয়- ৭০ (১)-এর সাথে হস্তক্ষেপ-

আদেশ ঃ আহ্বান করা হয়নি-একটি "সুরক্ষিত ব্যবস্থা" ঘোষণার ক্ষমতা এমন একটি কপিরাইটকে আক্রমণ করতে পারে যা কোনও ব্যক্তিগত মালিকের হাতে ন্যস্ত হতে পারে-তবে, এই ধরনের পরিস্থিতির যত্ন নেওয়া হয় ১৯৫৭ সালের আইনের ধারা ২ (কে)-তে অন্তর্ভুক্ত বিধান দ্বারা যা "সরকারি কাজ" এবং ধারা ১৭ (ডি)-এর সংজ্ঞা দেয়- ১৯৫৭ সালের আইনের, যা সরকারের উপর ন্যস্ত, ধারা ২ (কে) দ্বারা সংজ্ঞায়িত কোনও সরকারি কাজের কপিরাইট-আইনসভা কর্তৃক প্রণীত দুটি ভিন্ন আইনের সম্পর্কিত বিধানগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য ১৯৫৭ সালের আইনের ধারা ২ (কে) এবং ধারা ১৭-এর সঙ্গে ধারা ৭০ (এল)-এর বিধানগুলি একসঙ্গে পড়তে হবে-উপরন্তু, আবেদনকারী স্বীকার/আবেদন করেছিলেন যে মাইক্রোসফ্টের কাছ থেকে যে সফ্টওয়্যারটির জন্য তিনি যথাযথ বিবেচনা পেয়েছিলেন তা তৈরি করার দায়িত্ব মাইক্রোসফ্টের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, যদি তা হয়, তবে আবেদনকারী ১৯৫৭ সালের আইন-কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১৭ (এ)-এর অধীনে অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারে কপিরাইট দাবি করার অধিকারী হবেন না।

আপিল খারিজ করে দিয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১ উচ্চ আদালত সঠিকভাবে বলেছে যে তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০-এর ধারা ৭০ (১)-এর বিধানগুলি আইনসভা দ্বারা প্রণীত দুটি ভিন্ন আইনের সম্পর্কিত বিধানগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ২ (কে) এবং ধারা ১৭-এর সাথে একত্রে পড়তে হবে। এলটি আইনের ধারা ৭০ (১) প্রাসঙ্গিক সময়ে (যখন বিষয়টি হাইকোর্টে বিবেচনাধীন ছিল) বা ২০০৯ সালে তার সংশোধনীর পরেও উপযুক্ত সরকারের অনুমোদন ছাড়াই "সুরক্ষিত ব্যবস্থা" হিসাবে ঘোষিত ব্যবস্থায় কোনও ব্যক্তির প্রবেশাধিকারকে বাধা দেয়।

স্পষ্টভাবে বলা যায়, "সুরক্ষিত ব্যবস্থা" ঘোষণার ক্ষমতা কোনও কপিরাইটকে আক্রমণ করতে পারে যা কোনও ব্যক্তিগত মালিকের হাতে ন্যস্ত হতে পারে। তবে, কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ২ (কে)-তে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি দ্বারা এই ধরনের পরিস্থিতির যত্ন নেওয়া হয় যা "সরকারী কাজ" এবং কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১৭ (ডি)-এর সংজ্ঞা দেয় যা ধারা ২ (কে) দ্বারা সংজ্ঞায়িত সরকারী কাজের কপিরাইট সরকারের হাতে ন্যস্ত। অন্য কোনও ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত কপিরাইট এবং "সরকারী কাজে" সরকারের হাতে ন্যস্ত কপিরাইটের মধ্যে ১৭ ধারা দ্বারা ভারসাম্য বজায় থাকে। তাই আই. টি আইনের ধারা ৭০-কে কপিরাইট আইনের বিধানগুলি থেকে স্বাধীন বলে মনে করা যায় না; যদি আই. এল. টি-র ধারা ৭০ হয়।

আইনটিকে কপিরাইট আইন ১৯৫৭-এর ধারা ২ (কে) এবং ধারা ১৭-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে যে এলটি আইনের ধারা ৭০ (১)-এর কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করবে। [অনুচ্ছেদ ১৯] [৭৫-জি-এইচ; ৭৬-এ-ডি]

২০০৯ সালের ১০ নং আইন দ্বারা প্রবর্তিত আই. টি আইনের ৭০ (১) ধারার সংশোধনী শুধুমাত্র কম্পিউটার সম্পদের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত ব্যবস্থার ঘোষণার ক্ষমতাকে আরও সীমাবদ্ধ করে সুরক্ষিত ব্যবস্থার ঘোষণার ক্ষমতাকে আরও কঠোর করে তোলে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমালোচনামূলক তথ্য পরিকাঠামোর সুবিধার উপর প্রভাব ফেলে, যা আই. টি আইনের একটি সংজ্ঞায়িত অভিব্যক্তি। এই সংশোধনী এল. টি আইনের ৭০ (১) ধারার অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগ পরিচালনার জন্য পরামিতিগুলির প্রবর্তন প্রথমবার নয়। বরং, এটি পূর্ব-সংশোধিত আইনের অধীনে প্রচলিত ক্ষমতার চেয়ে আরও বেশি সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা।

"সরকারি কাজ" যতদূর পর্যন্ত আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত সমালোচনামূলক তথ্য পরিকাঠামোর সুবিধার সাথে সম্পর্কিত। [অনুচ্ছেদ ২০] |৭৬-E-G]

১.৩ ২০০২ সালের ২৭শে ডিসেম্বরের প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টে আপিলকারীর দ্বারা করা চ্যালেঞ্জটি ফ্রেইন্ডস অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারের কপিরাইটের দাবির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। কপিরাইট আইনের ধারা ১৭ (ক) এবং রিট পিটিশনে আপিলকারীর স্বীকৃত/আপীল করা মামলার আলোকে এই দাবি, আপাতদৃষ্টিতে, গ্রহণযোগ্য নয় যে ১টি-কে মাইক্রোসফ্ট দ্বারা সফ্টওয়্যার বিকাশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যার জন্য এটি মাইক্রোসফ্টের কাছ থেকে যথাযথ বিবেচনা পেয়েছিল।

যদি তাই হয়, রিট পিটিশনে আবেদনকারীর নিজের আবেদনে, এটি কপিরাইট আইনের ১৭ (ক) ধারার অধীনে ফ্রেন্ডস অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারে কপিরাইট দাবি করার অধিকারী হবে না। ই-গভর্নেন্সের জন্য টোটাল সলিউশন প্রোভাইডার এবং কেরালা সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারকের ১০ নং ধারার অধীনে ("কেরালা সরকারের ভূমিকা" শিরোনামে), কপিরাইট আইনের ১৭ (ক) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের কপিরাইট দাবি থাকবে যা সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন যা ফ্রেন্ডস অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারে কপিরাইটের জন্য আবেদনকারীর দাবির সাথে কোনও সম্পর্ক রাখে না।

বর্তমান কার্যধারায়, বিচারের একমাত্র বিষয় হল আবেদনকারী, অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারের বিকাশকারী হিসাবে, উক্ত কাজের প্রথম লেখক হিসাবে দাবি করা যাতে তিনি কপিরাইট আইন, ১৯৩৫৭-এর ১৭ ধারার বিধানগুলির অধীনে একটি কপিরাইট ন্যস্ত করতে পারেন, এমন একটি দাবি যা কপিরাইট আইনের ১৭ (ক) ধারার বিধানগুলির ভিত্তিতে এবং ই-গভর্নেন্সের জন্য মোট সমাধান সরবরাহকারীদের এবং কেরালা সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারকের ১০ ধারার অধীনে ("কেরালা সরকারের ভূমিকা" শিরোনামে) স্পষ্টভাবে ভিত্তিহীন। হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত আদেশগুলিতে হস্তক্ষেপের কোনও ভিত্তি নেই। [অনুচ্ছেদ ২২। [অনুচ্ছেদ ৭৬-এইচ; ৭৭-এ-এফ]

দেওয়ানী আপিল বিচারঃ ২০০৮ সালের ৭৯ নং দেওয়ানি আপিল।

২০০৪ সালের ডব্লিউ. এ. নং, ৬৮৫-এ এর্নাকুলামে কেরালার হাইকোর্ট অফ জুডিকেচারের ২৪.০৫.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

আর বসন্ত, সিনিয়র অ্যাডভাস, এ কার্তিক, ভি কে সিদ্ধার্থন, আপিলকারীর পক্ষে অ্যাডভাস।

পল্লব সিসোদিয়া, সিনিয়র অ্যাড., জি. প্রকাশ, জিষ্ণু এম. এল., মিসেস প্রিয়াঙ্কা প্রকাশ, মিসেস বীনা প্রকাশ, ভায় শঙ্কর ভি. এল., পি. ভি. দীনেশ, মিসেস অবনী বনসল, মিসেস সিন্ধু টি. পি., মিসেস আরুষি সিং, বিনেশ কে., রাজেন্দ্র বেনিওয়াল, উত্তরদাতাদের পক্ষে অ্যাড.

রঞ্জন গগোই, বিচারপতি, আদালতের রায় প্রদান করেন ।

১। তিরুবনন্তপুরমের কমটেক আইটি সলিউশনের মালিক ফিরোস তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০-এর ধারা ৭০ (১)-এর অধীনে (এরপরে "আইটি আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) জারি করা ২৭ ডিসেম্বর, ২০০২ তারিখের একটি প্রজ্ঞাপনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন যাতে প্রজ্ঞাপনের তফসিলে নির্দিষ্ট কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে আইটি আইনের অধীনে "সুরক্ষিত সিস্টেম" হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। আইটি আইনের ধারা ৭০-এর কর্তৃত্বকেও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। লিখিত পিটিশনটি খারিজ করা হয়েছিল।

বরখাস্তের উক্ত আদেশটি হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের রিট আবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সেখানে দায়ের করা পুনর্বিবেচনাও খারিজ করা হয়েছে। দুঃখিত, এই আপিল (গুলি) দায়ের করা হয়েছে।

২. যে সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি লক্ষ্য করতে হবে সেগুলি নিম্নরূপঃ

উচ্চ আদালতে আবেদনকারীর দায়ের করা রিট/মূল পিটিশনে বলা হয়েছে যে আবেদনকারী কমটেক আইটি সলিউশনের মালিক, একটি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা যা মাইক্রোসফ্ট ডেভেলপার ফোরামের সদস্য, যা প্রযুক্তিগতভাবে মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশন (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা সমর্থিত এবং পরিচালিত ডেভেলপারদের একটি পেশাদার গোষ্ঠী।

১৯৯৯ সালে, ১ শতাংশ উত্তরদাতা-কেরালা রাজ্য ৪ শতাংশ উত্তরদাতা-সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ ইমেজিং টেকনোলজি (সি-ডিআইটি), তিরুবনন্তপুরম, একটি টোটাল সলিউশন প্রোভাইডার (টিএসপি)-এর মাধ্যমে একটি একক উইন্ডো মাল্টিপল এজেন্সি বিল সংগ্রহ ব্যবস্থার ধারণা করেছিল। প্রকল্পটির নাম ছিল 'ফ্রেন্ডস' (দ্রুত, নির্ভরযোগ্য তাত্ক্ষণিক, দক্ষ, পরিষেবাগুলি বিতরণের জন্য নেটওয়ার্ক)। আবেদনকারী-রিট আবেদনকারীর মতে, মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (প্রাইভেট) এটি. (এরপরে 'মাইক্রোসফ্ট' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) পাইলট প্রকল্পের জন্য বিনামূল্যে অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার এবং সিস্টেম সফ্টওয়্যার সরবরাহ করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

আপিলকারী-রিট আবেদনকারী, মাইক্রোসফ্ট ডেভেলপারস ফোরামের সদস্য হওয়ায়, মাইক্রোসফ্ট দ্বারা সিস্টেম অধ্যয়ন পরিচালনা এবং "ফ্রেন্ডস" প্রকল্পের জন্য পাইলট প্রকল্পটি বিকাশের প্রয়োজন ছিল।

৪. প্রাথমিক কাজ শেষ হওয়ার পর, মাইক্রোসফ্ট ২০০০ সালের ২৩শে মে আবেদনকারীর কাছে আদেশ দেয়, যার ভিত্তিতে আবেদনকারীর তৈরি সফ্টওয়্যারটি ৪ শতাংশ উত্তরদাতার কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং সফ্টওয়্যারটি ২০০০ সালের জুন মাসে তিরুবনন্তপুরমের পালায়ামে প্রথম ফ্রেন্ডস সেন্টারে একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। যেহেতু উক্ত প্রকল্পটি সফল হয়েছিল, তাই ১ শতাংশ উত্তরদাতা তার ১৩টি জেলা কেন্দ্রে এটি প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেন।

৩১ জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের একটি যোগাযোগের মাধ্যমে, ৪ "উত্তরদাতা আবেদনকারীকে জানিয়েছিলেন যে মাইক্রোসফ্টের সাথে ডেভেলপার ফোরাম চুক্তির অংশ হিসাবে ফ্র্যান্ডস প্রকল্প, যার জন্য আবেদনকারী বিনামূল্যে অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার তৈরি করেছিলেন, সফল হয়েছে এবং সরকার রাজ্যের অন্যান্য ১৩ টি জেলায় ফ্র্যান্ডস ইন্টিগ্রেটেড সিটিজেন সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার জন্য উত্তরদাতা নং ৪ ফ্র্যান্ডস অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার কাস্টমাইজেশনের জন্য আবেদনকারীর সাথে যুক্ত হতে চান। সেই অনুসারে ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০১ তারিখের একটি চুক্তি সহ সমঝোতা স্মারক আবেদনকারী এবং ৪" উত্তরদাতার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

৬. আবেদনকারীর মতে, ৪ "জন উত্তরদাতা ফ্রেন্ডস অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারের কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় মেসার্স স্ট্যানহপ টেকনোলজি নামে অন্য একটি সংস্থায় স্থানান্তর করার চেষ্টা করছিলেন, আবেদনকারী উক্ত মেসার্স স্ট্যানহপ টেকনোলজির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছিলেন। আরও প্রচেষ্টার আশঙ্কায়, ফ্রেন্ডস অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারে তাঁর কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী নতুন দিল্লির কপিরাইট রেজিস্ট্রারের কাছেও দায়ের করেছিলেন।

অন্যদিকে, ৪ "উত্তরদাতা তিরুবনন্তপুরম জেলা আদালতে ২০০২ সালের ৮ নং ও. এস. নং-এ একটি মামলা দায়ের করে এই ঘোষণা চেয়েছিলেন যে ৪" উত্তরদাতা কপিরাইটের একচেটিয়া মালিক এবং ফ্রেন্ডস অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারের বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকারের একমাত্র মালিক। ৪ "উত্তরদাতার দ্বারা দায়ের করা লঙ্ঘনের জন্য উপরোক্ত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে, কপিরাইটের নিবন্ধক" ফ্রেন্ডস "সফ্টওয়্যারে কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেওয়ানি মামলায় সিদ্ধান্তের পরে বিষয়টি উত্তেজিত করে রেখেছিলেন।

৮. আবেদনকারী সফ্টওয়্যার লঙ্ঘনের জন্য ৪ জন উত্তরদাতা আপিলকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও দায়ের করেছিলেন।

৯. উক্ত কার্যধারা মুলতুবি থাকাকালীন, রাজ্য সরকার আই. টি আইনের ৭০ (১) ধারার অধীনে ২৭শে ডিসেম্বর, ২০০২ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যার ফলে রিট কার্যধারা শুরু হয়, যেখানে আই. টি-র বিতর্কিত আদেশগুলি হাইকোর্ট দ্বারা পাস করা হয়েছে।

১০. হাইকোর্টের সামনে আবেদনকারী প্রাথমিকভাবে এই ভিত্তিতে তাঁর দাবি/ত্রাণ দাবি করেছিলেন যে, ১৯৫৭ সালের কপিরাইট আইনের ১৭ ধারার অধীনে এবং ২০০২ সালের ২৭ ডিসেম্বর আই. টি আইনের ৭০ (১) ধারার অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ফ্রায়েন্ডস অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারের কপিরাইট আবেদনকারীর হাতে ন্যস্ত ছিল। আই. টি আইনের ৭০ ধারার ক্ষমতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অত্যধিক হস্তান্তরের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কারণ আবেদনকারীর মতে, "স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থা" হিসাবে ঘোষণার ক্ষমতা ছিল অনিয়ন্ত্রিত, নির্দেশহীন এবং অবৈধ।

১১. হাইকোর্ট কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ২ (কে)-এর বিধানগুলি, যা একদিকে "সরকারি কাজ"-কে সংজ্ঞায়িত করে এবং অন্যদিকে একই আইনের ধারা ১৭ (ডি) এবং আই. টি. আইনের ধারা ৭০-এর বিধানগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে বলে রায় দিয়ে চ্যালেঞ্জটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। হাইকোর্টের মতে, যদি উল্লিখিত বিধানগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পড়া এবং ব্যাখ্যা করা হয় তবে "সুরক্ষিত ব্যবস্থা" ঘোষণার ক্ষমতা কেবল "সরকারি কাজ"-এর ক্ষেত্রেই হবে, তবে কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১৭ (ডি) দ্বারা সরকারের যে কপিরাইট স্বীকৃত। এটি উপরোক্ত বিস্তৃত ভিত্তিতে যে আই. টি-র ধারা ৭০-এর অবৈধতা সম্পর্কে আবেদনকারীর যুক্তি।

আইন প্রতিহত করা হয়েছিল।

১২। আই. টি. আইনের ৭০ (১) ধারার অধীনে, কপিরাইটের দাবির ভিত্তিতে, তারিখের প্রজ্ঞাপনের চ্যালেঞ্জ হিসাবে, সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে আবেদনকারীর দ্বারা চাওয়া কপিরাইটের রেজিস্ট্রেশন পি কপিরাইটের রেজিস্ট্রার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এবং এই বিষয়ে ৪ "উত্তরদাতার দায়ের করা দেওয়ানি মামলা বিচারাধীন ছিল।

হাইকোর্ট আরও এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যে, যদি আবেদনকারীর মতে তিনি কপিরাইটের প্রথম মালিক হন, যেমনটি দাবি করা হয়েছে, তবে কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ৬০ এবং ৬১ ধারার অধীনে লঙ্ঘনের জন্য মামলা দায়ের করা বা সালিশের আশ্রয় নেওয়া থেকে কোনও কিছুই তাকে বাধা দেয় না যা ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ তারিখের চুক্তির ৭ ধারা দ্বারা বিবেচিত হয়।

১৩. হাইকোর্ট অবশ্য আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ই-গভর্নমেন্ট এবং কেরালা সরকারের মধ্যে মোট সমাধান সরবরাহকারীদের মধ্যে সমঝোতাপত্রের ১০ নং ধারা ("কেরালা সরকারের ভূমিকা" শিরোনামে) বিবেচনা করে।

১০. বিভাগীয় টাস্ক ফোর্স টিএসপি আর দ্বারা নির্ধারিত মাইলফলকগুলির সাথে এই প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে।

সমস্ত টিএসপি এবং বিভাগ দ্বারা বিকশিত ব্যবস্থার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার কেরালা সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে। কেরালা সরকার একই ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে বা যে কোনও সরকার/আধা-১ সরকার/আধা-সরকারী বিভাগ/সংস্থায় পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাধীন থাকবে।

হাইকোর্ট বলেছে যে ৪ জন উত্তরদাতা একটি সরকারি সংস্থা এবং সরকার সরকারের জন্য সফ্টওয়্যার বিকাশের জন্য একটি সম্পূর্ণ সমাধান প্রদানকারী হিসাবে উপরোক্ত সংস্থাটি তৈরি করেছে। হাইকোর্ট আরও বলেছে যে ৪ জন উত্তরদাতা উপরের ধারা দ্বারা আবদ্ধ এবং ৪ জন উত্তরদাতার সাথে একটি চুক্তি কার্যকর করে প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণকারী আবেদনকারীও উপরের ধারা ১০ দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন। "বন্ধু" সফ্টওয়্যার সম্পর্কিত আইপিআর কপিরাইট তাই সরকারের উপর ন্যস্ত এবং আবেদনকারী এবং ৪ "উত্তরদাতার মধ্যে চুক্তিতে কোনও ধারা নেই যা দেখায় যে ৪" উত্তরদাতা আবেদনকারীকে আইপিআর অধিকার দিয়েছেন।

তদনুসারে, হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, সরকারের হাতে ন্যস্ত সফ্টওয়্যারের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার যাতে এটি আই. টি আইনের ৭০ (১) ধারার অধীনে একটি "সুরক্ষিত ব্যবস্থা" হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার পায়।

১৪। আমরা পক্ষগুলির জন্য শিক্ষিত পরামর্শ শুনেছি।

১৫. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আর বসন্ত মূলত হাইকোর্টের সামনে উত্থাপিত যুক্তিগুলি পুনর্ব্যক্ত করেছেন, যা অতিরিক্তভাবে আই. টি আইনের ৭০ ধারায় করা সংশোধনী দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে, যা কোনও কম্পিউটার সংস্থানকে "সুরক্ষিত ব্যবস্থা" হিসাবে ঘোষণা করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম করে, যদি এটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমালোচনামূলক তথ্য পরিকাঠামোর সুবিধাকে প্রভাবিত করে, যা আই. টি আইনের ৭০ (১) ধারার ব্যাখ্যা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

'ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্যে' সমালোচনামূলক তথ্য পরিকাঠামো 'অর্থ কম্পিউটার সম্পদ, যার অক্ষমতা বা ধ্বংস জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার উপর দুর্বল প্রভাব ফেলবে।

১৬. শ্রী বসন্ত বলেছেন যে, সংশোধনী (২০০৯ সালের ১০ নং আইন) দ্বারা প্রবর্তিত কোনও কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে সুরক্ষিত ব্যবস্থা হিসাবে ঘোষণা করার আই. টি. আইনের পূর্ববর্তী ধারা ৭০ (১)-এর অধীনে যে ক্ষমতা ছিল তার থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা।

কৌঁসুলি বলেছেন যে ২০০৯ সালের ১০ নং আইন দ্বারা আনা সংশোধনী আবেদনকারীর যুক্তি জোরদার করে এবং আই. টি আইনের ৭০ (১) ধারার সাংবিধানিক ভঙ্গুরতা প্রমাণ করে যা তখন বিদ্যমান ছিল।

১৭. শ্রী বসন্ত আরও বলেছেন যে, নথিতে থাকা উপকরণগুলি থেকে কোনও সন্দেহ নেই যে, আবেদনকারী নিজেই সফ্টওয়্যারটি তৈরি করেছিলেন এবং তাই, কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর বিধান অনুসারে আবেদনকারীকে অবশ্যই কপিরাইটের প্রথম মালিক হিসাবে স্বীকার করতে হবে। ঘটনাচক্রে, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, টেবিল এবং কম্পিউটার ডেটাবেস সহ সংকলনগুলি কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ২ (০)-এর অধীনে "সাহিত্যকর্ম"-এর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা ১৯৯৫ সালের ১০ই মে থেকে কার্যকর হয়েছে।

১৮। প্রত্যর্থীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী পল্লব সিসোদিয়া-রাজ্য যুক্তিতর্কের বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন যে, হাইকোর্টের ন্যায়সঙ্গত রায় অনুসারে, এলটি আইনের ৭০ ধারা কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ২ (কে) এবং ১৭ ধারার সাথে পড়তে হবে, যে ক্ষেত্রে "সুরক্ষিত ব্যবস্থা" ঘোষণার ক্ষমতা স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ সীমার মধ্যে উপলব্ধ হবে এবং কোনও অতিরিক্ত প্রতিনিধিদলের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। যতদূর পর্যন্ত কপিরাইট ১-এর দাবি সম্পর্কিত, শ্রী সিসোদিয়া বলেছেন যে আবেদনকারী মাইক্রোসফ্টের জন্য সফ্টওয়্যার তৈরি করেছিলেন যা ৪ "উত্তরদাতার মাধ্যমে প্রথম উত্তরদাতার কাছে বিনামূল্যে উপলব্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিল।

এই বিষয়ে মাইক্রোসফটের কাছে আবেদনকারীর উত্থাপিত চালানটি দেখায় যে মাইক্রোসফ্ট আবেদনকারীকে পারিশ্রমিক প্রদান করেছে। অতএব, কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১৭ (ক)-এর অধীনে মাইক্রোসফ্ট কপিরাইটের প্রথম মালিক। যে কোনও ক্ষেত্রে, শ্রী সিসোদিয়ার মতে, ই-গভর্নমেন্ট এবং কেরালা সরকারের মধ্যে মোট সমাধান সরবরাহকারীদের মধ্যে সমঝোতা স্মারকের ধারা ১০-এর অধীনে ("কেরালা সরকারের ভূমিকা" শিরোনামে), বৌদ্ধিক সম্পত্তি সরকারের উপর ন্যস্ত। আবেদনকারীর দ্বারা কপিরাইটের দাবি তাই স্থায়ী হবে না।

১৯. আই. টি আইনের ৭০ (১) ধারার অধীনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অত্যধিক হস্তান্তর সম্পর্কিত বিতর্ককে শ্রী বসন্ত এই আদালতের বেশ কয়েকটি রায়ের উপর নির্ভর করে দৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু ক্যানভাস করার জন্য চাওয়া প্রস্তাবটি কোনও বিরোধ বা সন্দেহ উত্থাপন করার জন্য খুব ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাই উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির কোনওটিরই নির্দিষ্ট নোটিশ নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তবে, তার সামনে উত্থাপিত উক্ত প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময়, হাইকোর্ট বিতর্কিত আদেশে পুনর্বিবেচনা করেছিল।

এবং আমাদের দৃষ্টিতে সঠিকভাবে বলা হয়েছে যে আই. টি আইনের ৭০ (১) ধারার বিধানগুলি আইনসভা দ্বারা প্রণীত দুটি ভিন্ন আইনের সম্পর্কিত বিধানগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ২ (কে) এবং ১৭ ধারার সাথে মিলিতভাবে পড়তে হবে। আই. টি আইনের ৭০ (১) ধারা প্রাসঙ্গিক সময়ে (যখন বিষয়টি হাইকোর্টে বিবেচনাধীন ছিল) বা ২০০৯ সালে এর সংশোধনের পরেও যথাযথ সরকারের অনুমোদন ছাড়াই "সুরক্ষিত ব্যবস্থা" হিসাবে ঘোষিত ব্যবস্থায় কোনও ব্যক্তির প্রবেশাধিকারকে বাধা দেয়।

স্পষ্টভাবে বলা যায়, "সুরক্ষিত ব্যবস্থা" ঘোষণার ক্ষমতা কোনও কপিরাইটকে আক্রমণ করতে পারে যা কোনও ব্যক্তিগত মালিকের হাতে ন্যস্ত হতে পারে। তবে, এই ধরনের পরিস্থিতির যত্ন নেওয়া হয় কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ২ (কে)-এর বিধান দ্বারা, যা "সরকারি কাজ"-কে সংজ্ঞায়িত করে এবং কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১৭ (ডি)-এর বিধান দ্বারা, যা ধারা ২ (কে) দ্বারা সংজ্ঞায়িত কোনও সরকারি কাজের কপিরাইট সরকারের হাতে ন্যস্ত করে। ভারসাম্য ১৭ ধারা দ্বারা অন্য কোনও ব্যক্তির কপিরাইট এবং "সরকারি কাজে" সরকারের হাতে ন্যস্ত কপিরাইটের মধ্যে আঘাত হানে। তাই আই. টি আইনের ধারা ৭০-কে কপিরাইট আইনের বিধান থেকে স্বাধীন বলে মনে করা যায় না; যদি আই. টি-র ধারা ৭০ হয়।

আইনটিকে কপিরাইট আইন ১৯৫৭-এর ধারা ২ (কে) এবং ধারা ১৭-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে যে আই. টি আইনের ধারা ৭০ (১)-এর কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করবে এমন কঠোরতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

২০০৯ সালের ১০ নং আইন দ্বারা আনা আই. টি. আইনের ৭০ (১) ধারার সংশোধনী, আমাদের বিবেচনাধীন দৃষ্টিতে, শুধুমাত্র কম্পিউটার সংস্থানের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত ব্যবস্থার ঘোষণার ক্ষমতাকে আরও সীমাবদ্ধ করে সুরক্ষিত ব্যবস্থার ঘোষণার ক্ষমতাকে আরও কঠোর করে তোলে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমালোচনামূলক তথ্য পরিকাঠামোর সুবিধাকে প্রভাবিত করে, যা আই. টি. আইনের (ইতিমধ্যে আহরণ করা) একটি সংজ্ঞায়িত অভিব্যক্তি। আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিতে এই সংশোধনীটি আই. টি আইনের ৭০ (১) ধারার অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগ পরিচালনা করার জন্য প্রথমবার পরামিতি প্রবর্তন নয়।

বরং, এটি আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত সমালোচনামূলক তথ্য পরিকাঠামোর সুবিধার সাথে সম্পর্কিত যতদূর পর্যন্ত 'সরকারী কাজ'-এর পরিধি সংকুচিত করে পূর্ব-সংশোধিত আইনের অধীনে প্রচলিত ক্ষমতার চেয়ে আরও বেশি সীমাবদ্ধ করার একটি প্রচেষ্টা।

২১। ২০০২ সালের ২৭শে ডিসেম্বরের প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতে আপিলকারীর দ্বারা করা চ্যালেঞ্জটি ফ্রেন্ডস অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারের কপিরাইটের দাবির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। উক্ত দাবিটি, আপাতদৃষ্টিতে, শর্তাবলীর আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়

কপিরাইট আইনের ধারা ১৭ (ক)-এ এবং রিট পিটিশনে আপিলকারীর স্বীকৃত/আবেদন করা মামলায় এই মর্মে অন্তর্ভুক্ত যে মাইক্রোসফ্ট দ্বারা সফ্টওয়্যারটি বিকাশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যার জন্য এটি মাইক্রোসফ্টের কাছ থেকে যথাযথ বিবেচনা পেয়েছিল। যদি তা হয়, রিট পিটিশনে আপিলকারীর নিজের আবেদনের ভিত্তিতে, ১t কপিরাইট আইনের ধারা ১৭ (ক)-এর অধীনে ফ্র্যান্ডস অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারে কপিরাইট দাবি করার অধিকারী হবে না।

ই-গভর্নমেন্ট এবং কেরালা সরকারের মধ্যে মোট সমাধান প্রদানকারীদের মধ্যে সমঝোতাপত্রের ১০ নং ধারার ("কেরালা সরকারের ভূমিকা" শিরোনামে) অধীনে, কপিরাইট আইনের ১৭ (ক) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের কপিরাইটের দাবি থাকবে কি না, এটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন যা ফ্র্যান্ডস অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারে আবেদনকারীর কপিরাইটের দাবির সাথে কোনও সম্পর্ক রাখে না। বর্তমান কার্যধারায়, মাইক্রোসফ্ট এবং ১ শতাংশ 'উত্তরদাতা/৪ "উত্তরদাতার মধ্যে আন্তঃপক্ষীয় অধিকারের বিষয়টি কোনও সমাধানের প্রয়োজন নেই।

বিচারের একমাত্র বিষয় হল আবেদনকারী, অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারের বিকাশকারী হিসাবে, উক্ত কাজের প্রথম লেখক হিসাবে দাবি করা যাতে কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ১৭-এর বিধানগুলির অধীনে তাকে একটি কপিরাইট ন্যস্ত করা যায়, এমন একটি দাবি যা কপিরাইট আইনের ধারা ১৭ (ক)-এর বিধানগুলির ভিত্তিতে এবং ই-গভর্নমেন্ট এবং কেরালা সরকারের জন্য মোট সমাধান সরবরাহকারীদের মধ্যে সমঝোতা স্মারকের ধারা ১০ (কেরালা সরকারের ভূমিকা)-এর ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে ভিত্তিহীন।

২২. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, আমরা হাইকোর্টের জারি করা আদেশগুলিতে হস্তক্ষেপের কোনও ভিত্তি খুঁজে পাই না। তদনুসারে, হাইকোর্টের উক্ত আদেশগুলি নিশ্চিত করার সময় আমরা আবেদনগুলি খারিজ করে দিই যাতে পক্ষগুলিকে তাদের নিজস্ব খরচ বহন করতে হয়।

নিধি জৈন আপিল খারিজ।

মোহন লাল

বনাম

নান্দ লাল

(২০০৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫৮৮৭)

২১, মার্চ, ২০১৮

[এন. ভি. রমনা এবং এস. আব্দুল নাজির, বিচারপতিদ্বয়]

উইলঃ বিশ্বাসযোগ্যতা-তথ্যের ভিত্তিতে, সম্পত্তি থেকে তার ভাই-আপিলকারীকে বের করে দেওয়ার জন্য উত্তরদাতার মামলা-আপিলকারী দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা-পরবর্তীকালে, উত্তরদাতা অভিযোগটি সংশোধন করেন-দাদার ইচ্ছার ভিত্তিতে ত্রাণ চেয়েছিলেন উত্তরদাতাদের পক্ষে বাড়ির সম্পত্তি উইল করে-ট্রায়াল কোর্ট উত্তরদাতার পক্ষে মামলাটি রায় দেয়-হাইকোর্ট আদেশটি বহাল রাখে-

আপিলে বলা হয়েছেঃ কোনও সন্দেহজনক নেই- উইলের যথার্থতা সম্পর্কিত পরিস্থিতি-উইলটি ১৯৪৫ সালে উইলকারী দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল এবং এটি নিজেই নির্বাহকের নিজের হাতের লেখায় আঁকা হয়েছিল-এটি বলা যায় না যে উইলের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে কারণ এটি রেকর্ডে আনার ধারণাটি উত্তরদাতার একটি চিন্তাভাবনা ছিল, তাও লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে-কেবল এই ভিত্তিতে যে আপিলকারীর নামও পৌর রেকর্ডে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এর ফলে তিনি সম্পত্তিতে অধিকার অর্জন করেছেন, দাবির সমর্থনে কোনও দৃঢ় প্রমাণের অভাবে কার্যকর করা যাবে না-একবার উইলটি একটি আসল নথি বলে বিশ্বাস করা হলে, নীচের আদালতগুলি দ্বারা রেকর্ড করা সমবর্তী ফলাফলগুলি বহাল রাখে।

আপিল খারিজ করে দিয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১ উইলটি ১৯৪৫ সালে উইলকারী দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল এবং এটি নিজেই এক্সিকিউটেন্টের নিজের হাতের লেখায় আঁকা হয়েছিল। তাঁর হাতের লেখাটি পিডব্লিউএস দ্বারাও যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছিল, প্রয়াত জি-দাদার শ্বশুর, যিনি তাঁর সাথে যোগাযোগ করতেন এবং এর ফলে উইলকারীর হাতের লেখার সাথে ভালভাবে পরিচিত ছিলেন। উইলের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে কারণ এটি রেকর্ডে আনার ধারণাটি উত্তরদাতা-বাদীর একটি চিন্তাভাবনা ছিল, তাও লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে, এই কারণে সমর্থন করা যায় না যে পিডব্লিউ ২, ব্যাঙ্কের ক্লার্ক, স্পষ্টভাবে পদচ্যুত, ডকুমেন্টারি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত, যে

উত্তরদাতা ১৯৬৪ সালে উইলটি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে উইলটি ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছিল। উক্ত সাক্ষী, পিডব্লিউ ২-কে বিচারে জেরা করা হয়নি। নথিভুক্ত উপাদান অনুসারে, উইলের সত্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহজনক পরিস্থিতি নেই। [অনুচ্ছেদ ৭] [৮১-ই-জি]

I. ২ কেবল এই ভিত্তিতে যে আপিলকারীর নাম পৌর রেকর্ডেও পরিবর্তিত হয়েছে এবং এর ফলে সে সম্পত্তির অধিকার অর্জন করে, দাবির সমর্থনে কোনও দৃঢ় প্রমাণের অভাবে কার্যকর করা যাবে না। রেকর্ডটি দেখায় যে পৌর রেকর্ডে তার নাম যোগ করার আগে, যখন কেবল উত্তরদাতার নাম ছিল, তখন বিবাদী-আবেদনকারী বাদী-উত্তরদাতার নামে কর জমা করেছিলেন এবং পৌর রেকর্ডে আপিলকারী-প্রতিবাদী নাম কীভাবে যুক্ত করা হয়েছিল তা দেখানোর জন্য রেকর্ডে কোনও উপাদান ছিল না। নীচের আদালতগুলি উপাদান প্রমাণগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করেছে এবং সেই অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

একবার উইলটি একটি আসল নথি বলে বিশ্বাস করা হলে, বিষয়টি আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, নীচের আদালতগুলির দ্বারা রেকর্ড করা সমবর্তী ফলাফলগুলিকে বিঘ্নিত করার কোনও কারণ নেই। [অনুচ্ছেদ ৮] [৮১-এইচ; ৮২-এ-বি]

দেওয়ানী আপিল বিচারঃ ২০০৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং, ৫৮৮৭।

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ২৯.১১.২০০৬ তারিখের বিতর্কিত আদেশ থেকে, ১৯৯৬ সালের প্রথম আপিল নং, ২৩৯-এ ইন্দোরের জব্বলপুর বেঞ্চ।

বিচারপতি পি. সিং, আর. সি. কৌশিক, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা। সঞ্জীব কে ভরদ্বাজ , বিজয় কে. জৈন, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা। আদালতের রায়টি এন. ভি. রমনা, বিচারপতি ১ দ্বারা দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে এই আবেদনটি মধ্য প্রদেশ হাইকোর্ট, ইন্দোরের বেঞ্চ দ্বারা ১৯৯৬ সালের প্রথম আপিল নং ২৩৯-এ গৃহীত ২৯ নভেম্বর, ২০০৬ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট বিচার আদালতের রায়কে নিশ্চিত করার সময় আপিলকারীর দ্বারা উত্থাপিত আপিলটি ব্যয় সহ খারিজ করে দেয়।

২। এখানে ১৯৮৯ সালে, উত্তরদাতা ইন্দোরের জেলা বিচারকের সামনে একটি মামলা দায়ের করেন, যাতে তাঁর ভাই-আপীলকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

এখানে মামলা সম্পত্তি থেকে এবং প্রচুর মুনাফা দাবি করে। বিবাদী-আপিলকারী এখানে এই ভিত্তিতে মামলাটির বিরোধিতা করেছিলেন যে তিনি বিতর্কিত সম্পত্তিতে অর্ধেক অংশ পেয়েছিলেন কারণ এটি মূলত তাঁর প্রয়াত মাতামহের ছিল যিনি মাত্র দু 'জন কন্যা বেঁচে ছিলেন. তাঁর দাদার মৃত্যুতে তাঁর মা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রবেশ করেছিলেন এবং তিনি মামলায় সম্পত্তিতে তাঁর মায়ের সাথে রয়েছেন.অতএব বাদী-উত্তরদাতা মামলা সম্পত্তির একমাত্র মালিক বলে দাবি করতে পারেন না এবং মামলা নিজেই ভুল ধারণা করেছিলেন।

পরবর্তীকালে, প্রতিবাদী-বাদী এই মর্মে অভিযোগ সংশোধন করেন যে, তাঁর দাদার জীবদ্দশায়, প্রয়াত গভর্নরধনলাল বাদী পক্ষের পক্ষে ১৯৪৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর একটি উইল কার্যকর করে বাড়ির সম্পত্তি হস্তান্তর করেন এবং ১৯৪৭ সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি স্যুট সম্পত্তির একমাত্র মালিক হয়ে যান। '৯.৯.১৯৪৫' তারিখের উইলটি বিবেচনা করে, ট্রায়াল কোর্ট প্রতিবাদী-বাদী পক্ষের পক্ষে মামলা দায়ের করে। ক্ষুব্ধ বিবাদী-আবেদনকারী এখানে হাইকোর্টে প্রথম আপিল দায়ের করেন। এখানে বিতর্কিত রায় দ্বারা, হাইকোর্ট ট্রায়াল কোর্টের রায়কে নিশ্চিত করে এবং তার আপিল খারিজ করে দেয়। অতএব, আবেদনকারী আমাদের সামনে এই আপিলটিতে নীচের আদালতগুলির ফলাফলকে অভিযুক্ত করে।

৩. আমরা পক্ষগুলির কাছ থেকে শিক্ষিত পরামর্শ শুনেছি এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছি।

৪. আবেদনকারীর মামলাটি হল যে তিনি প্রয়াত গোবর্ধনলালের নাতি হওয়ায় বিতর্কিত সম্পত্তিতে অর্ধেক অংশের অধিকারী এবং পৌর নথিতে তাঁর নামও পরিবর্তিত হয়েছিল। বাদী তাঁর লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে অভিযোগ সংশোধন করে উইলটি প্রমাণ করেছিলেন। এমনকি এটি ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৬১ এবং ৬৩ ধারার বিধান অনুসারে কার্যকর করা হয়নি এবং তাই এটি প্রমাণ আইনের অধীনে বৈধ এবং খাঁটি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

আবেদনকারীর পক্ষ থেকে আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে, প্রয়াত গোবর্ধনলালের দুই জীবিত কন্যা রয়েছে, যথা, মণিবাই (পক্ষগুলির মা) এবং দুর্গাবাঈ এবং দুর্গাবাঈ-এর মৃত্যুর পর, তাঁর কন্যা সরযুবাঈ এবং রাজুবাঈও বিতর্কিত সম্পত্তির অধিকার অর্জন করেছিলেন এবং তাই তাঁরা মামলার প্রয়োজনীয় পক্ষ, কিন্তু প্রয়াত গোবর্ধনলালের এই আইনি উত্তরাধিকারীদের কাউকেই মামলার পক্ষভুক্ত করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে, নীচের আদালতগুলি উইলটিকে একটি প্রকৃত নথি বলে বিশ্বাস করতে পারত না, তবে উক্ত উইলের ভিত্তিতে বাদী-উত্তরদাতার পক্ষে মামলাটি ডিক্রি দিয়ে, নীচের উভয় আদালতই একটি ত্রুটি বা আইন করেছে।

৫। প্রতিবাদী-বাদী ১-এর পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছিল যে, ১৯৪৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর উইলটি কার্যকর করার সময় সময়ে শুধুমাত্র প্রতিবাদী-বাদী পরিবারের ছেলে সন্তান ছিলেন এবং উইলটি স্বর্গীয় গোবর্ধনলাল, যিনি পেশায় একজন আইনজীবী ছিলেন, তাঁর নিজের হাতের লেখায় লিখেছিলেন। স্বর্গীয় গোবর্ধনলালের মৃত্যুর সময়, উত্তরদাতার বয়স ছিল প্রায় ১৩ বছর এবং স্বর্গীয় গোবর্ধনলালের মৃত্যুর প্রায় ৮ বছর পরে আবেদনকারী-প্রতিবাদীকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।

আবেদনকারী, উত্তরদাতার ছোট ভাই হওয়ায়, বিতর্কিত সম্পত্তিতে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তার কাছ থেকে এই আশ্বাস নিয়ে যে তিনি বাড়িটি খালি করে দেবেন এবং দাবি করা হলে বাড়ির খালি দখল উত্তরদাতার হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু আবেদনকারী তার প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হন এবং অসৎভাবে সম্পত্তি করের নথিতে তার নাম পরিবর্তন করেন। সি-এর নীচের আদালত সাক্ষীদের মূল্যায়ন এবং উইল বিবেচনা করার পরে বিষয়টি সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তাই হাতে থাকা আবেদনটি খারিজ হওয়ার যোগ্য।

৬. এখন এই আপিলে এই আদালতের বিবেচনার জন্য যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল নীচের আদালতগুলি উইলের ভিত্তিতে উত্তরদাতা-বাদীর পক্ষে মামলাটি ডিক্রি দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল কিনা।

৭. এটা বিতর্কের বিষয় নয় যে উইলটি ১৯৪৫ সালে উইলকারী দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল এবং এটি নিজে এক্সিকিউটেন্টের হাতের লেখায় আঁকা হয়েছিল। তাঁর হাতের লেখাটি পিডব্লিউ ৫-নন্দলাল নাগর দ্বারাও যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছিল, যিনি প্রয়াত গোবর্ধনলালের জামাতা ছিলেন, যিনি তাঁর সাথে যোগাযোগ করতেন এবং এর ফলে উইলকারীর হাতের লেখার সাথে ভালভাবে পরিচিত ছিলেন।

উইলের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে কারণ এটি রেকর্ডে আনার ধারণাটি উত্তরদাতার একটি চিন্তাভাবনা ছিল-বাদী, তাও লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে, এই কারণে সমর্থন করা যায় না যে পিডব্লিউ ২-তুষার আকোলেকর, ইন্দোরের ক্লার্ক পারস্পার সাহকারি ব্যাঙ্ক, ডকুমেন্টারি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত, স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে উত্তরদাতা ১৯৬৪ সালে উইলটি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে উইলটি ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছিল। এটিও রেকর্ডে রয়েছে যে উক্ত সাক্ষীকে (পিডব্লিউ ২) বিচারে জেরা করা হয়নি। রেকর্ডে থাকা উপাদান অনুসারে, আমরা উইলের সত্যতা ঘিরে কোনও সন্দেহজনক পরিস্থিতি খুঁজে পাই না।

৮. কেবল এই ভিত্তিতে যে আপিলকারীর নাম পৌর নথিতেও পরিবর্তিত হয়েছে এবং এর ফলে তিনি সম্পত্তির অধিকার অর্জন করেছেন, দাবির সমর্থনে কোনও দৃঢ় প্রমাণের অভাবে কার্যকর করা যাবে না। নথিটি দেখায় যে এর আগে

পৌর নথিতে তাঁর নাম যোগ করা, যখন শুধুমাত্র উত্তরদাতার নাম ছিল, তখন বিবাদী-আপিলকারী বাদী-উত্তরদাতার নামে কর জমা করেছিলেন এবং কীভাবে আপিলকারীর নাম-বিবাদীকে পৌর নথিতে যুক্ত করা হয়েছিল তা দেখানোর জন্য রেকর্ডে কোনও উপাদান ছিল না। আমাদের মতে, নীচের আদালতগুলি উপাদান প্রমাণগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করেছে এবং সেই অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। একবার উইল ১ গুলি একটি আসল নথি বলে বিশ্বাস করা হলে, আমাদের বিষয়টি আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করার দরকার নেই। এই পরিস্থিতিতে, আমরা যুক্তিসঙ্গত রায় দ্বারা নীচের আদালতগুলির দ্বারা রেকর্ড করা সমবর্তী ফলাফলগুলিকে বিঘ্নিত করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

৯. উপরোক্ত সমস্ত কারণে, আপিলের যোগ্যতার অভাব রয়েছে এবং অতএব, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই খারিজ করা হয়েছে।

নিধি জৈনের আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta